দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 SEP 2017

পশ্চিম ধলই সাইর মোহাম্মদ চৌধুরী বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ক্লাস চলে খোলা মাঠে

■ মোহাম্মদ আলী, হাটহাজারী (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

প্রায় তিন বছর ধরে হাটহাজারী উপজেলার ১৪১ নম্বর পশ্চিম ধলই সাইর মোহাম্মদ চৌধুরী বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে কখনো খোলা আকাশের নিচে, কখনো পরিত্যক্ত ভবনের বারান্দায়, কখনো বা রাস্তার পাশে। আবার বৃষ্টি হলে বন্ধ হয়ে যায় ওই শ্রেণির পাঠদান। আসবাবপত্র সংকটের কারণে শিশু শ্রেণি শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয় মাটির মেঝেতে। অন্যদিকে ভবন পরিত্যক্ত হওয়ার পরও প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলে ঝুঁকিপূর্ণ ও জীর্ণ ভবনেই।

> বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে কখনো খোলা আকাশের নিচে, কখনো পরিত্যক্ত ভবনের বারান্দায়, কখনো বা রাস্তার পাশে। আবার বৃষ্টি হলে বন্ধ হয়ে যায় ওই শ্রেণির পাঠদান

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ৩৮ শতক জায়গার উপর ১৯৯২ সালে ৪ কক্ষ বিশিষ্ট একটি একতলা ভবন দিয়ে কমিউনিটি স্কুলটি চালু হয়। ২ মে ২০১৫ সালে সরকারি রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হয়। ২০১৪ সালের শেষের দিকে বিদ্যালয়ের মূল ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও এখনো বাধ্য হয়ে শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্লাস চলে পরিত্যক্ত ওই ভবনে। তখন থেকে পরিত্যক্ত ভবনের পাশে অস্থায়ীভাবে টিনশেড ও বেড়া নির্মিত ৪টি শ্রেণি কক্ষ তৈরি করা হলেও ২০১৬ সালের দিকে ঝড়ে একটি শ্রেণিকক্ষ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাধ্য হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ শ্রেণিকক্ষটি ভেঙ্গে ফেলেন। ফলে তিনটি শ্রেণির কার্যক্রম চললেও যে কোনো এক শ্রেণির পাঠদান চলে কখনো খোলা আকাশের নিচে, কখনো পরিত্যক্ত ভবনের বারান্দায়, কখনো বা রাস্তার পাশে।

২০১৪ সালে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল ১৬০ জন, ২০১৫ সালে ১৮৭ জন, ২০১৬ সালে ১৯৩ জন ও সর্বশেষ বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২শত জনে। বিদ্যালয়ে সমাপনীতে শতভাগ পাসের হারের সঙ্গে নিয়মিত উপস্থিতি শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। নতুন ভবন তৈরি না হলে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের এই স্কুলে পাঠাতে অনাগ্রহী হয়ে পড়বেন এমন শঙ্কায় রয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সরেজমিনে পরিত্যক্ত ভবনের প্রথম শ্রেণির ঝুঁকিপূর্ণ ও জীর্ণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানরত শিক্ষিকা দেবিতা মহাজনের সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, শ্রেণিকক্ষ না থাকায় জীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে হচ্ছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা নিরুপায় হয়ে পাঠ নিচ্ছে। আবার ওই ভবনেই শিক্ষকদের দাপ্তরিক কাজ চলতে দেখা গেছে। ভবনটির ছাদ ও বারান্দার অবস্থাও বেশ নাজুক। পলেস্টার খসে পড়ে জং ধরা লোহার রড দৃশ্যমান হয়ে আছে।

৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী জান্নাতুল উর্মী ও ২য় শ্রেণির নাজিমুল করিমের পিতা আবদুল হালিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তিন বছর ধরে শুনে আসছি নতুন একটি ভবন হবে। কিন্তু অদ্যাবধি নতুন ভবন হলো না। ছেলে-মেয়েদের পাঠদান হয় কখনো বারান্দায় কিংবা কখনো খোলা মাঠে। অতি গরমে মাঝে মধ্যে তারা অসুস্থও হয়ে পড়ে। এভাবে কি ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারে?

বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষিকা রোকসানা আক্তার জানান, উপজেলা শিক্ষা অফিসে অনেকবার বিদ্যালয়ের ছবি ও দলিলাদির ফটোকপি জমা দিয়েছি। কিন্তু অদ্যাবধি কোনো নতুন ভবন হয়নি।

হাটহাজারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাইদা আলম জানান, বিদ্যালয়টির নতুন ভবনের জন্য লিস্ট করা হয়েছে। আশা করি টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যালয়টি নির্মাণ করা হবে।